দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5

১২

C33

আশার কথা

একসময় বিজ্ঞজনেরা বলতেন জ্ঞানার্জন আনন্দের বিষয়। এ কালের শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে কি মত পোষণ করে বলা মুশকিল। তবে জ্ঞানার্জনে না হোক জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন পরীক্ষা দিতে অনেকে বেশ আনন্দ বোধ করছে বলে জানা গেছে। এক সহযোগী জানিয়েছেন, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা মহানন্দে পরীক্ষা দিচ্ছে। এরকম মহানন্দে অবগাহন অকারণ নয়। তারা সামনে বইপুস্তক খুলে পরীক্ষা দিচ্ছে।

এ খবর পাঠ করে, সত্যি বলতে কি, আমরা বেশ উৎসাহ বোধ করছি। সামনে বইপত্র খোলা থাকলে যে কারও আনন্দ হয় একথাই আমরা ভুলতে বসেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল বইয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়াই হয়ত সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা বই খুলেছেন এবং বই দেখে পরীক্ষার খাতায় লিখতেও পারছেন। কম কথা নয়। বই দেখে লিখতে হলে বিষয় সম্পর্কে অন্তত খানিকটা ধারণা থাকতেই হবে। কোন প্রশ্নের কি উত্তর হবে সেটা বুঝতে এবং ওই উত্তর বইয়ের কোন অংশে কিভাবে পাওয়া যাবে, তাও জানতে হবে। বইয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব না থাকলে তো বই খুলে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তাহলে আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, এ যুগের পরীক্ষার্থীরা বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছেন বলে যে কথা শোনা যায় তা অপপ্রচার, ও কথায় বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দেয়া এবং একজে আনন্দ পাবার খবরে আমরা সত্যিই আশান্বিত। আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে তাহলে বইয়ের ভূমিকা একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি। শিক্ষার্থীরা এখনও বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, পৃষ্ঠা উল্টায় বই দেখে পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজনও বোধ করে। অন্তত সুলক্ষণ।